লেখকের কথা

প্রথমেই প্রশংসা জ্ঞাপন করছি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার। আর হাজারো দরুদ ও সালাম প্রিয় নবী, সত্য পথের পথিক নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর।

একাডেমিক পরীক্ষায় যদি বলা হয় সরল রেখা অঙ্কন করতে, তাহলে সবাই সরল রেখাই অঙ্কন করে। কেউ সরল রেখার জায়গায় বক্র রেখা অঙ্কন করে না। কারণ, সবাই জানে বক্র রেখা অঙ্কন করলে পরীক্ষার খাতায় নাম্বার মিলবে না। বিপরীত চিত্র দেখা যায়, যখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলে সরলপথে চলার কথা, তখন মানুষ চলে বক্রপথে। মানুষ তো ঠিকই জানে বক্রপথে চললে পরকালে আজাব আছে, তবুও যেন না জানার ভান! তেমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন অলিগলি ঘুরতে থাকা আব্দুল্লাহ (গল্পের মূল চরিত্র) একদিন আলোময় পথের সন্ধান পায়। চলতে শুরু করে সেই আলোকিত পথ ধরে। আলোর পথে চলতে গিয়ে জানতে পারে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা বলেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও যার জ্বালানি হবে মানুষ ও পাথর; যেখানে রয়েছে নির্মম ও কঠোর ফেরেশতাকুল, আল্লাহ তাদের যে নির্দেশ দিয়েছেন তারা সে ব্যাপারে তার অবাধ্য হয় না। আর তারা তা-ই করে যা তাদের আদেশ করা হয়।" (সুরা তাহরিম : ৬)

তাই আব্দুল্লাহ শুধু নিজে একাই আলোর পথে চলতে চায় না, সঙ্গে নিতে চায় পরিবার ও বন্ধুদেরও। খোঁজ দিতে চায় সেই পথের, যে পথে নেই আঁধারের ভয়াল থাবা। চারপাশে তারই বন্ধুসহ আরো কত তরুণ আজ বিচ্যুত হয়ে গেছে সত্য সরল পথ, আলোর পথ, মুক্তির পথ থেকে। তাদের হাত ধরে দেখাতে চায়, এইতো- "খানিক গেলেই পথ"।

কৃতজ্ঞতা জানাই শ্রদ্ধেয় লেখক আরিফ আজাদ ভাইয়াকে যিনি বইয়ের চমৎকার এ নামটি দিয়েছেন। বইটি সাজানো হয়েছে গল্পাকারে। যে গল্পগুলো নানা বাস্তবিক

উদাহরণ দিয়ে মোড়ানো, যেন পাঠক খুব সহজেই বুঝতে পারে, অনুধাবন করতে পারে।

এই পৃথিবীতে একমাত্র নির্ভুল গ্রন্থ মহাগ্রন্থ আল-কুরআন। আমি অধম মানুষ, আমারও ভুলত্রুটি থাকতে পারে। বইয়ে যা-কিছু ভুল তা শয়তানের পক্ষ থেকে, তার দায় শুধুই আমার। আর নিশ্চয় এই বইতে যা-কিছু ভালো, তা দয়াময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার পক্ষ থেকে। বইয়ে ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এবং অবগত করবেন যেন পরবর্তী মুদ্রণে তা ঠিক করে নিতে পারি। বইটি পড়ে বিন্দুমাত্রও যদি উপকার মনে হয় তবে আমি অধমের জন্য একটু দোয়ার দরখাস্ত। সেই সাথে বইটি পৌঁছে দিতে পারেন, যাদের জন্য বইটি উপযুক্ত মনে করেন।

বইটির লক্ষ্য বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাইকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবুল করুন।

আমিন।

আপনার ভাই

জুবায়ের আহমেদ
০১/১২/২০২৩ইং
Jobayerahmed0123@gmail.com

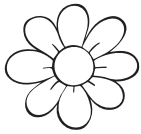

দোয়া ও অভিমত

রং-বেরঙের উপকরণের মধ্যে আমরা আজ আবদ্ধ। খেল-তামাশায় মত্ত হয়ে এখন আমরা দিকভ্রান্ত। বন্দিশালায় বদ্ধ হয়ে, পথ ভুলে আছি বহুকাল ধরে। পথ খুঁজে বেড়াই, পথের সন্ধান ভুলে আবার আপন নীড়ে ফিরে যাই। দুনিয়ার মোহে পড়ে, আপন সত্তাকেই ভুলে যাই; ভুলে যাই এই জগতে আসার মূল উদ্দেশ্যকে। পথহারা পথিকের পথ খোঁজা দরকার। তীর হারা নাবিকের পাল তোলা দরকার। মোহের জগতে নিবদ্ধ লোকের, উত্তরণ দরকার!

সেটা কোথায়?

সেটা হলো কুরআন ও সুন্নাহ। কুরআন সুন্নাহ'র বাতলে দেয়া পথ ধরে, পথ খুঁজে পেয়েছে কতশত পথভোলা মানুষ। আলোর জ্যোতি গায়ে মেখে দূর করেছে নিকষ কালো অন্ধকার। নূরের ছোঁয়া পেয়ে সজীবতা ফিরে পেয়েছে কতশত মৃত অন্তর।

আমরা পথহারা পথিক। নূরের জ্যোতি উপেক্ষা করে অন্ধকার ঘরে জীবন-যাপন করি। পথ খুঁজে পাই না। হেদায়েতের রশ্মি হারিয়ে, মোহের জগতে বিচরণ করি। আস্তে আস্তে আপন সত্তাকে ভুলে নিজের আখেরাত ধ্বংস করি।

আমরা সবাই জানি, যে কুরআন-সুন্নাহ বুকে ধারণ করেছে, সে তার সিরাতাল মু-স্তাকিম খুঁজে পেয়েছে। আর যে সিরাতাল মুস্তাকিম খুঁজে পেয়েছে, সে-ই সফ-লকাম। সুতরাং, সঠিক পথের সন্ধান করতে, সফলকাম হতে হলে আমাদেরকে কুরআন-সুন্নাহ বুকে ধারণ করতে হবে।

প্রিয় ভাই জুবায়ের আহমেদ, কুরআন-সুন্নাহ -এর আলোকে পথহারা পথিকের জন্য কিছু দিক-নির্দেশনা নিয়ে এসেছেন এই ছোট্ট পুস্তিকায়। গল্পের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন, বিভিন্ন বিষয়। পাঠকদের জন্য হতে পারে তা চিন্তার খোরাক; হতে পারে অন্ধকার পথের, আলোর মশাল । আল্লাহ তাআলা তার এই ছোট্ট খেদমত কবুল করুন, আমিন।

মাহমুদ বিন নূর
লেখক, সম্পাদক, উদ্যোক্তা।
০৬/০২/২৪

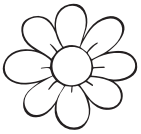

ভূমিকা

আমাদের যাত্রা মূলত রুহের জগৎ থেকেই শুরু হয়েছে। ইহলৌকিক জীবনে আমরা দেখতে পাই, বনের প্রতিটি পশু-পাখিই সাঁঝের বেলা আপন আপন নীড়ে ফিরে যায়। কর্মব্যস্ত মানুষগুলোও ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ফিরে আসে নিজ নিজ ঠিকানায়। প্রিয়তমা স্ত্রী ও সন্তান প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে—এই বুঝি তিনি এলেন। কিন্তু আমাদের গন্তব্য কি বিশাল এই সৃষ্টি জগতের ক্ষুদ্র এই গ্রহের মাঝেই সীমাবদ্ধ? উঁহু, না। আমাদের গন্তব্য জীবন থেকে মৃত্যু, কবর, পুনরুত্থান, হাশর, মিযান, পুলসিরাত, জান্নাত কিংবা জাহান্নাম—এক অনন্ত অভিযাত্রা। যার শুরু আছে, কিন্তু শেষ নেই।

জীবনের এই সুদীর্ঘ যাত্রাপথে দুনিয়া নামক ক্ষণস্থায়ী এক জগতে আমরা আর কতক্ষণই-বা থাকি? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্যমতে, দুনিয়া স্রেফ একটি 'অতিথিশালা' মাত্র আর আমরা যাযাবর, পথিক। দীর্ঘ পথশ্রমের ক্লান্তি ঘোচাতে আমরা দুনিয়ার জীবনে প্রবেশ করি; খাই-দাই, ঘুরে বেড়াই। দেখি জীবনের নানা রং-রূপ-দর্শন। আমরা সবাই-ই জানি, এ থাকা চিরস্থায়ী থাকা নয়। শুধুমাত্র কয়েক মুহূর্তের যাত্রা বিরতি মাত্র। তবুও কখন যেন মোহের পৃথিবী আমাদের চোখে ভ্রমের পর্দা ফেলে দেয়। আমরা ভুলে যাই। ভুলে যাই বিশ্ব জাহানের প্রতিপালককে উদ্দেশ্য করে রুহের জগতে করা আমাদের নিজ নিজ প্রতিশ্রুতির কথা। স্ত্রী-সন্তান-ক্যারিয়ার-সম্পদ—ধীরে ধীরে আমাদের মন-মস্তিষ্কে এমনভাবে রাজত্ব কায়েম করে ফেলে যে, লোভে আমরা অন্ধ হয়ে যাই।

লোভ আমাদের হৃদয়ে এমনভাবে ভ্রমের জাল বিছিয়ে দেয় যে, আমরা যাত্রাপথের সরল-সঠিক পথের দিশা হারিয়ে ফেলি। যে পথে দুনিয়ায় ও আখেরাতের সমূহ কল্যাণ নিহিত, সে পথ আমাদের অজানা রয়ে যায়। আমরা ভোগ ও আত্মসাতের বক্র পথ ধরে ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাই। এরপর? এরপর উপনীত হয় সেই দিন। যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন : 'তোমরা যেখানেই থাকো (একদিন না একদিন) মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; চাই তোমরা সুরক্ষিত কোনো দুর্গে থাকো না কেন।' (সুরা নিসা, আয়াত : ৭৮)। মৃত্যু এসে জীবনের সমস্ত রঙকে বিবর্ণ করে

দিয়ে যায়। রেখে যায় আফসোস ও আক্ষেপের ঘোর অমানিশার অন্ধকার।

প্রিয় অনুজ জুবায়ের আহমেদ তার ‹খানিক গেলেই পথ› শিরোনামের এই বইটিতে ছোট-বড় বারোটি গল্পে আমাদের জীবনের সেই ভুলে যাওয়া উদ্দেশ্যের কথাই বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। যাপিত জীবনের উদ্দেশ্য-ভোলা মানুষদের এ বই জানাতে চায়—তুমি যে পথে অগ্রসর হচ্ছ, সে পথ সরল-সঠিক পথ নয়। পৃথিবীতে সফলতা অর্জনের যত রকমের পথ আছে, তার সবই গরল ও বক্র পথ; অথচ তোমার মতো বুদ্ধিদীপ্ত একজন মানুষ, অন্ধের মতো সেই পথকেই অনুসরণ করছ। হৃদয়কে দুনিয়া নামক মদিরাপাত্রে এমনভাবে নিমজ্জিত রেখেছ যে, তোমার চোখের ঠিক সামনে দিয়েই তোমার কোনো বন্ধু, তোমার কোনো ভাই, নিকটাত্মীয় ‹সিরাতুল মুস্তাকিমের› পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু তুমি দেখেও দেখছ না, বুঝেও বুঝছ না যে—খানিক গেলেই পথ। সেই পথ—যে পথে বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতির সাক্ষাৎ মিলবে। মিলবে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মানুষ ও তাঁর উত্তরসূরিদের সোহবত। মিলবে অনিন্দ্য সুন্দর সেই জান্নাত। যার তলদেশে প্রবাহিত হবে স্বচ্ছ পানির নহর। যার অপরূপ সৌন্দর্যের সামনে কল্পলোকের সমস্ত রং বিবর্ণ ও মলিন হয়ে আসে। এই তো আর একটু পথ...!

আল্লাহ তাআলা এই বইয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে উত্তম জাযা দান করুন। বইয়ের মুখ্য উদ্দেশ্যকে তিনি কবুল করুন। আমিন।

— এনামুল হক ইবনে ইউসুফ
তরুণ লেখক ও ঔপন্যাসিক

সূচিপত্র

শুরুর আগেই শেষ	১৩
জীবনের মোড় ঘুরে	২১
যদি হও একা	৩৩
হালাল উপার্জনের খোঁজে	৫১
যা অচেনাই রয়ে গেল	৬৪
মস্তিষ্কের দিক বদল	৯০
সতর্কবার্তার সতর্কতা	১১০
আলোক রশ্মি	১২৭
শয়তানের ফাঁদ- বিনোদন	১৩৯
বৃষ্টিভেজা বিকেল	১৫০
দিন দুই একের দুনিয়া	১৫৮
কবর ডাকছে আমায়	১৬৮

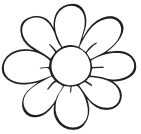

শুরুর আগেই শেষ

|এক|

বেলা ডুবার আগে আসরের নামাজ শেষ করে আব্দুল্লাহ মসজিদের বাইরে আবিদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বিকালে আবিদের সাথে মোটরবাইকে ঘুরতে যাওয়ার কথা।

বেশ খানিকটা সময় গড়িয়ে গেল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে কিন্তু আবিদের আসার কোনো নাম নেই। তাই আব্দুল্লাহ ভাবলো একটা কল করে খোঁজ নেওয়া যাক।

'আসসালামু আলাইকুম, আবিদ কোথায় তুই? সেই কখন থেকে তোর জন্য অপেক্ষা করছি।'

'আরে তোকে বলতে ভুলেই গিয়েছি, ফারাবির সাথে এক জায়গায় চলে এসেছি। আজ আর তোর সাথে যাওয়া হচ্ছে না রে, আগামীকাল যাবো নে তোর সাথে।'

'আচ্ছা সমস্যা নেই, সাবধানে আসিস।'

এই বলে ফোনটা রেখে দিলো। ওদিকে আবিদ ফারাবির সাথে একটা কনসার্টে যায়। ফারাবিই কনসার্টের খোঁজ দিয়েছিল তাকে।

কোথায় কনসার্ট হচ্ছে, কোথায় মেলা, কোথায় নাচ-গান-এই সবকিছুরই খবর থাকে ফারাবির কাছে। ফারাবি বড়োলোক বাবার একমাত্র সন্তান, যেভাবে ইচ্ছে সেভাবেই চলে।

আবিদ তো আর আজ আসবে না। তাই আর অপেক্ষা না করে আব্দুল্লাহ নবাবপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার ঠিক উল্টো পাশের কবরস্থানের দিকে রওয়ানা দিলো। আব্দুল্লাহ প্রায়ই এখানে আসে।

এখানে প্রবেশ করে প্রথমে কবরবাসীদের সালাম জানালো-

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ أَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالأَثَرِ [১]

---

১. সুনানে তিরমিযি : ১০৫৩

উচ্চারণ : আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর, ইয়াগফিরুল্লাহু লানা ওয়ালা কুম আনতুম সালাফুনা ওয়া নাহনু বিল আছার।

কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো আর তাদের নাম ফলকে খেয়াল করছিল।[২]

কেউ উকিল-ব্যারিস্টার, কেউ শিক্ষক, কেউ ডাক্তার-ইন্‌জিনিয়ার, কেউ রাজনীতিবিদ আবার কেউ বা বিজ্ঞ আলেম ছিল। তাদের মাঝে অনেকের কতই না দাপট, অর্থসম্পদ, ক্ষমতা আর পাণ্ডিত্য ছিল। কিন্তু আজ সবাই কবরে শুয়ে আছে। এই ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটা কবরের পাশে এসে আব্দুল্লাহ স্তব্ধ হয়ে গেল, চোখের কোনে অশ্রুরা উঁকি দিলো। কার কবর এটি? কী এমন কারণে পায়ের গতিশক্তি হারিয়ে ফেলল সে?

এতক্ষণে দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো টপটপ করে। সেই কবরের ফলকে নামটি লেখা আব্দুল্লাহ!

আব্দুল্লাহর হৃদয় ধুকপুক করতে শুরু করলো, চিন্তার ডালপালা বাড়তে লাগল।

একদিন সে-ও মৃত্যুবরণ করবে, তার কবরের পাশে লেখা থাকবে আব্দুর রহমানের ছেলে আব্দুল্লাহ। জন্ম-মৃত্যুর সময়ও উল্লেখ থাকবে।

আব্দুল্লাহ অশ্রুসিক্ত হয়ে রবের পানে হাত বাড়িয়ে বলতে শুরু করল- "হে আমার রব! হে মহান সত্তা, আমার জন্ম- মৃত্যু তোমারই হাতে। সম্মানিত করে মুসলিম পরিবারে পাঠিয়েছিলে আমায় কিন্তু আমি এক অবাধ্য বান্দা, পাপের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি। হে দয়াময় মহান ক্ষমাকারী, তুমি তো চাইলেই গুনাহের সাগরে তোমার রহমতের নৌকায় তুলে আমায় রক্ষা করতে পারো। কবরে আসবো কিন্তু কী নিয়ে আসবো, কী নিয়ে তোমার সামনে দাড়াবো? এখনও তুমি আমায় বাঁচিয়ে রেখেছো, তোমার রহমত থেকে বঞ্চিত করো না। হিদায়াতের কল্যাণে জীবনকে সমৃদ্ধ করে দাও। মাবুদ! হিদায়াতের আলো জ্বেলে হৃদয়কে আলোকিত করে দাও! সরল পথের পথিক বানিয়ো আমায়! কখনো বক্র করে দিও না আমার অন্তর!"

অশ্রুসিক্ত হয়ে আব্দুল্লাহ রবের দরবারে কথাগুলো বলছিল, ঠিক তখনই মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এলো আজানের ধ্বনি...। মুয়াজ্জিন সুরেলা কণ্ঠে আহ্বান করছে-

---

২. কবরস্থ ব্যক্তিকে চিহ্নিত করতে নাম ফলক ব্যবহার করা যাবে। তবে চিহ্নিত করা ছাড়া প্রয়োজন অতিরিক্ত অন্য কিছু লিখে রাখা নিষেধ। যেমন কুরআনের আয়াত বা বড় কবিতা কিংবা প্রশংসা-স্তুতিমূলক বাক্য ইত্যাদি। সম্পাদক

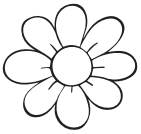

যদি হও একা

।এক।

হাতে দামী ঘড়ি আর চোখে সানগ্লাস। চুলের স্টাইলের ওপর নেই কোনো কম্প্রোমাইজ। যে শার্টটি পরে আছে সেটি ইজি শো-রুম থেকে কেনা। বেশি না, মাত্র ১৭৯০ টাকা দিয়ে ইজি শো-রুম থেকে কালোর মাঝে হালকা আকাশী রঙের চেক শার্টটি নিয়েছে। সেজেগুজে গ্রীষ্মের তপ্ত রোদে দাড়িয়ে আছে আব্দুল্লাহ, গন্তব্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই তো সেদিন ভর্তি হয়েছে ১ম বর্ষে। আব্দুল্লাহ বেশ মিশুক প্রকৃতির মানুষ, যে কারো সাথেই সহজে মিশতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই বানিয়ে নিয়ে বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব।

আব্দুল্লাহ স্কুল, কলেজ শেষ করেছে বিজ্ঞান বিভাগ থেকে, রেজাল্টও বেশ ভালো। দেশের স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন সাবজেক্ট পেয়েছে। রসায়ন আব্দুল্লাহর পছন্দের সাবজেক্ট। তাই দুই চার না ভেবেই ভর্তি হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ লেখাপড়ায় ভালো হওয়ায় ছেলে বন্ধুদের পাশাপাশি আব্দুল্লাহর বেশ কিছু মেয়ে বন্ধুও হয়েছে। অ্যাসাইনমেন্টের নাম করে আব্দুল্লাহর সাথে কথা বলতো, হেল্প চাইতো অনেক মেয়েই। নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ে উঠে আব্দুল্লাহও বেশ উপভোগ করছিল।

দ্রুত সময়ে ক্লাসের হিরো বনে গেল আব্দুল্লাহ। গ্রুপ স্টাডির জন্য আলাদা ম্যাসেঞ্জার গ্রুপও খোলা হলো। অবশ্য সে স্টাডি গ্রুপে শুধু স্টাডি ছাড়াও অন্যান্য বিষয় নিয়েও আলাপচারিতা চলত, মজা তো আছেই। আবার যে গ্রুপে ডিপার্টমেন্টের স্যাররা যুক্ত আছে সেখানে সবাই পড়ালেখা নিয়ে খুব সিরিয়াস। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেট ক্লাব, ক্যারিয়ার ক্লাবেও রয়েছে আব্দুল্লাহর বেশ সচল ভূমিকা।

আব্দুল্লাহ ফ্রেন্ডসার্কেল নিয়ে আড্ডা দিতো বেশিরভাগ সময়ে রিপন মামার টং-এর চায়ের দোকানে। আর এর ঠিক ৩ দোকান পরেই বাবুল মামার সিঙ্গারা সমুচার দোকান। সেখানের সিঙ্গারা আর সমুচাটা যা টেস্ট হয়, প্রতিদিন বিকালে না খেলে যেন কি একটা মিস হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। আগেই বলেছি আব্দুল্লাহ বেশ মেধাবী। তাই ফ্রেন্ডসার্কেলের সবার জন্মদিন মনে ছিল তার। ঠিক রাত ১২:০০ টায় জন্মদিনের

শুভেচ্ছা জানাতে ভুল হতো না আব্দুল্লাহর। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের রঙ্গিন দিনগুলো কেটে যাচ্ছিলো।

।দুই।

গ্রীষ্মের ছুটিতে আব্দুল্লাহ বাড়ি এলো। যেহেতু বাড়িতে খুব একটা আসা হয় না। তাই বাড়িতে আসায় মামাবাড়ি থেকে আব্দুল্লাহকে সপরিবারে দাওয়াত করা হলো।

আজ শুক্রবার। সকাল ১০ টা ৩০ মিনিটে আবদুল্লাহ বাড়ি থেকে সবাইকে নিয়ে রওয়ানা হলো। মামাবাড়ি পৌঁছে আবদুল্লাহ সময় দেখল ১১ টা ৪৮ বাজে।

যেহেতু আজ জুম্মার দিন তাই আব্দুল্লাহর মামা তাকে সাথে নিয়ে আগে আগেই মসজিদে চলে গেলেন। অন্য সময় আব্দুল্লাহ শেষে গিয়ে শুধু জুমার নামাজ ধরতো, বয়ান বা খুতবা শোনার সময় যেন তার হাতে কখনই থাকত না।

মসজিদের খতিব মাওলানা তানভীর আহমদ সাহেব জুম্মার বয়ানে আজ যুবকদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বলছিলেন। তিনি বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِۙ

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করল?"[২২]

হে যুবক কোন জিনিসটা তোমাকে তোমার রবের থেকে দূরে সরিয়ে নিলো? কোন জিনিসটা?

তুমি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছ, প্রতিবেলা খাবার খাও ঠিকই। আল্লাহ তোমাকে যে রিযিক দান করেছেন, তুমি সেগুলো ভোগ করছো ঠিকই। তারপরও কোন জিনিসটা তোমাকে তোমার রবের থেকে দূরে সরিয়ে নিলো?

যুবক শুধু কি ক্যারিয়ার গড়ার জন্যই রব তোমাকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন? শুধু বন্ধু-বান্ধবীর সাথে আড্ডা দেওয়ার জন্যই কি তোমাকে এই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন?

না, না, যুবক, শোনো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কোরআন মসজিদে কী বলেন-

২২. সুরা ইনফিতার: ৬

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

"আমি জ্বিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদাত করার জন্য।"[২৩]

যুবক আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ইবাদতের জন্য কিন্তু কোথায় আজ তোমার ইবাদত? কোথায় তোমার নামাজ?

তোমাকে এত কিছু দেওয়া হলো তারপরও কেন রবের নাফরমানি করছো?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ৩১ বার জ্বিন ও মানুষকে ডেকে বলছেন-

فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ

"অতএব তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে ?"[২৪]

এই যে আজ তুমি আল্লাহর অনুগ্রহ অক্সিজেন গ্রহণ করছো, আল্লাহ যদি বলতো যে- বান্দা ফজর নামাজ পড়লে যোহর পর্যন্ত অক্সিজেন পাবে। যোহর নামাজ পড়লে আসর পর্যন্ত অক্সিজেন পাবে। আসর নামাজ পড়লে মাগরিব পর্যন্ত অক্সিজেন পাবে। মাগরিব নামাজ পড়লে এশা পর্যন্ত অক্সিজেন পাবে। আর এশার নামাজ পড়লে ফজর পর্যন্ত অক্সিজেন পাবে। তাহলে বলো বর্তমানে কতজন লোক এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতো?

আল্লাহ যদি বলতো আল্লাহর জিকির করলে তোমার হার্টবিট চালু থাকবে, জিকির না করলে হার্টবিট বন্ধ হয়ে যাবে, তাহলে বলো কতজন লোক এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতো?

বলো আল্লাহ কজনকে না খাইয়ে রেখেছেন? তুমি যে আল্লাহর নাফরমানি করছো, তোমাকেও আল্লাহ নেয়ামত দিচ্ছেন। তোমাকে তো কোনো নেয়ামত থেকে দূরে রাখেননি। কত বড় নাফরমান তুমি! আল্লাহর নেয়ামত পেয়েও, ভোগ করেও তুমি আল্লাহকে ভুলে আছো।

---

২৩. সুরা যারিয়াত: ৫৬

২৪. সুরা আর রহমান, আয়াত : ১৩, ১৬, ১৮, ২১, ২৩, ২৫, ২৮, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৫৭, ৫৯, ৬১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭৩, ৭৫, ৭৭।

আল্লাহ তো বলেনি ২৪ ঘন্টা নামাজ পড়ো, বরং দয়াময় আল্লাহ কী বলেছেন শুনো-

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

"সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে, যাতে তোমরা সফলকাম হও।"[২৫]

তুমি হালাল পন্থায় টাকা উপার্জন করো নিষেধ নেই। অন্তত দৈনিক ৫ বার আল্লহর ঘর মসজিদে হাজির হয়ে আল্লাহর দরবারে সিজদাহ্ দাও। আল্লাহ তোমাকে এত এত রিযিক দান করেছেন সেজন্য শুকরিয়া আদায় করো।

তুমি সকিনার সাথে পিরিত করতে যাও, তাকে দামী গিফট করো। তাকে দেখে নাকি তোমার চোখের পলক পড়ে না। আহ্ যুবক তোমার রুচির দুর্ভিক্ষ নেমেছে। আল্লাহ যেখানে তাকানোই নিষেধ করেছেন, সেখানে তোমার পলকই পড়ে না। আবার তুমি বলছো আমরা এসব পিরিত করি না, অথচ তুমি দিব্যি জাস্ট ফ্রেন্ড, অনলি ফ্রেন্ডের নাম করে গাইরে মাহরামের সাথে ঘুরে বেড়াচ্ছো। লজ্জা থাকা উচিত। যুবক তোমার তো কথা ছিল বিয়ের মাধ্যমে হালাল জীবনসঙ্গিনীকে দেখে চক্ষু শীতল করা। তুমি ২০-২৫ বছরের অজুহাত দিচ্ছো। ইনকাম নাই, বউকে কী খাওয়াবো? সেজন্য বিয়ে করছো না। বিয়ে করছো না; কিন্তু সকিনাকে দামী দামী গিফট ঠিকই দিতে পারছো। হায়রে যুবক আর কবে নিজের বুঝ বুঝতে পারবা?

সকিনার পিছনে দামী গিফটে টাকা খরচ না করে, যদি তুমি সে টাকা দিয়ে ছোট একটা ব্যবসাও করতে তাহলে একটা সময় তুমি স্বাবলম্বী হয়ে হালাল পন্থায় বিবাহের মাধ্যমে চক্ষু শীতল করতে পারতে।

যুবক মৃত্যু চলে এলে আফসোস করে লাভ নেই।

আল্লাহ বলেন- "আর আমি তোমাদের যে রিজিক দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো, তোমাদের কারো মৃত্যু আসার আগে। কেননা, তখন সে বলবে, হে আমার রব, যদি আপনি আমাকে আরো কিছুকাল পর্যন্ত অবকাশ দিতেন, তাহলে আমি দান-সদকা করতাম। আর সৎ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। আর আল্লাহ কখনো কোনো প্রাণকেই

২৫. সুরা জুমুআহ: ১০

অবকাশ দেবেন না, যখন তার নির্ধারিত সময় এসে যাবে। আর তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ ভালো অবহিত।"[২৬]

এখনও সময় আছে ফিরে এসো রবের দরবারে। মৃত্যু চলে এলে আর সময় থাকবে না। তুমি এতদিন যা-ই করেছ হতাশ হবে না। তোমাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আশার বাণী শুনিয়েছেন। তিনি বলেন-

قُلْ يٰعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰه اِنَّ اللّٰه يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

"বলুন, হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ; আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ থেকে হতাশ হয়ো না, নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২৭]

।তিন।

বক্তব্য শুনে চোখের কোণে অশ্রু উঁকি দিলো আব্দুল্লাহর। যেই আব্দুল্লাহ কোথাও গেলে সবাইকে মাতিয়ে রাখে, সে আব্দুল্লাহ আজ নিশ্চুপ। দুপুরে খাওয়া-দাওয়া শেষে কিছুটা বিশ্রাম নিতে গেলে বার বার শুধু হুজুরের কথাগুলো হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। সূর্য যখন পশ্চিম দিকে হেলে পড়ছে তখন আব্দুল্লাহ মামাবাড়ির ঠিক পুব পাশের বাগানের সামনে গিয়ে দাড়ালো। জবা ফুল, গোলাপ ফুল, বেলী ফুলসহ নানা ধরনের ফুল ছিল সেখানে।

মনে পড়ে কলেজে যখন পড়তো তখন জীববিজ্ঞান প্রাকটিক্যাল ক্লাসের কথা। জবা ফুল নিয়ে কত গবেষণা করতো মনে পড়ছে সেই কথা। জবা ফুলের অনেকগুলো অংশ নিয়ে একটা পরিপূর্ণ ফুল তৈরি হয়। সেখানে- পাপড়ি থাকে,

পুংকেশর থাকে, গর্ভকেশর থাকে, বৃতি থাকে, পুষ্পাক্ষ থাকে।

---

২৬. সুরা মুনাফিকুন : ১০-১১
২৭. সুরা যুমার : ৫৩

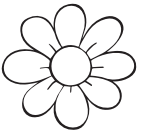

হালাল উপার্জনের খোঁজে

।এক।

‘আপনার সিভি দেখলাম, রেজাল্ট বেশ ভালো। আমরা একজন ভালো দক্ষ, স্মার্ট লোকই নিয়োগ দিতে চাচ্ছি।

তবে আব্দুল্লাহ সাহেব আমাদের এখানে দক্ষতার সাথে আমরা একজন স্মার্ট লোকও চাচ্ছি, তো আপনি এমনিতে সব দিক দিয়ে পারফেক্ট শুধু...!’

‘জ্বি স্যার বলেন শুধু কী?’

‘আপনার দাড়ি সেভ করতে হবে! এবং এখানে চাকরি করতে হলে দাড়ি রাখা যাবে না। প্রতি সপ্তাহে ক্লিন সেভ করে থাকতে হবে। এটা ঠিক হয়ে গেলে আপনার সবকিছুই ঠিক।’

ইন্টারভিউ বোর্ডের এমন কথা শুনে মনঃক্ষুণ্ণ হলো আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ যথাসাধ্য চেষ্টা করে দ্বীন পালনের। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বর্ষ থেকেই আব্দুল্লাহর দাড়ি রাখা, শার্ট ছেড়ে পাঞ্জাবি পরা, বলা চলে দ্বীনের পথে চলা শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে আলহামদুলিল্লাহ।

‘ঠিক আছে স্যার আমি তাহলে আসি। যাবার আগে একটি কথা- সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাই। রিযিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার হাতে। আমি শুধুমাত্র চেষ্টা করে যাচ্ছি।

রিযিকের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

اِنَّ رَبَّکَ یَبۡسُطُ الرِّزۡقَ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یَقۡدِرُ اِنَّه کَانَ بِعِبَادِہٖ خَبِیۡرًۢا بَصِیۡرًا

“নিশ্চয় তোমার রব যার জন্য ইচ্ছে তার রিযক বাড়িয়ে দেন এবং যার জন্য ইচ্ছে তা সীমিত করেন; নিশ্চয় তিনি তার বান্দাদের সম্বন্ধে যথার্থ অবহিত, সর্বদ্রষ্টা।”[৪৯]

৪৯. সুরা বনি ইসরাইল : ৩০

এই কথা বলে আব্দুল্লাহ সেখান থেকে চলে এলো।

আব্দুল্লাহ গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করে এখন চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে। আব্দুল্লাহ বিশ্বাস করে রিযিকের ফয়সালা আল্লাহর হাতে, তাকে চেষ্টা করে যেতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো জানিয়ে দিয়েছেন-

"যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্য উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। এবং তিনি তাকে এমন উৎস থেকে রিযক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারবে না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ তার ইচ্ছে পূরণ করবেনই; অবশ্যই আল্লাহ সবকিছুর জন্য স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট মাত্রা (সময়সীমা)।"[৫০]

বেশ কয়েকদিন পর একটা গ্রুপ অব কোম্পানিতে চাকরি হলো আব্দুল্লাহর। চাকরি পেতে সেখানে দিতে হয়নি কোনো ঘুস, কাটতে হয়নি দাড়ি, আর ছাড়তে হয়নি পাঞ্জাবি।

চাকরিতে জয়েন করে আব্দুল্লাহ যথাযথভাবে তার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এখানে এসে দেখতে পেল কেউ কেউ চাকরির পাশাপাশি কোনো এক সাইট থেকে এড দেখে টুকটাক অতিরিক্ত আয় করছে। আব্দুল্লাহ ভালোভাবেই জানে এসব এড দেখে উপার্জন হালাল নয়! কেননা সেখানে নারীর প্রদর্শন থাকে, মিউজিক থাকে, যার জন্য তা হালাল নয়। আব্দুল্লাহর কলিগ জিহাদও এই এক্সট্রা ইনকামে জড়িত।

জিহাদ নামাজ পড়তো ঠিকই তবুও কীভাবে যেন ঢুকে গিয়েছিল এই হারাম উপার্জনে।

আব্দুল্লাহ তাকে বলল-

'আচ্ছা জিহাদ ভাই, আপনি খুব পরিশ্রম করে হালালভাবে ৫০ টাকা উপার্জন করলেন, একই সাথে আপনি অসৎ উপায়ে ২ টাকা উপার্জন করলেন। আপনার উপার্জিত অর্থের সংখ্যা দাড়ালো ৫২ টাকা। আপনি কি ২ টাকা বাদ রেখে ৫০ টাকা খাবেন নাকি পুরো ৫২ টাকাই খাবেন?'

---

৫০. সুরা তলাক : ২-৩

‘কী যে বলেন আব্দুল্লাহ সাহেব যার কাছে ৫২ টাকা আছে, খেলে তো ৫২ টাকাই খাবে।’

‘তাহলে এই ৫২ টাকা কি হালাল হলো?‘

জিহাদ কিছু বলছে না। আব্দুল্লাহ আবারও বলতে শুরু করলো।

‘না, এটা হালাল না; বরং হালাল-হারামের মিশ্রণ হয়ে গেল। মুমিন কখনোই হালাল-হারাম উভয়ই খেতে পারে না। হালাল খাবার খেতে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নবী-রসুলগণকেও আদেশ করেছেন-

يٰٓاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا اِنِّىْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ

“হে রসুলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল জিনিস আহার কর এবং ভালো কাজ কর। আমি তোমাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে জ্ঞাত।”[৫১]

অন্য এক আয়াতে মুমিনদের বলেন-

হে মুমিনগণ, আহার কর আমি তোমাদের যে হালাল রিযক দিয়েছি তা থেকে।”[৫২]

আপনি ভাবছেন এটা খুবই সামান্য। এটা খেলে কিছু হবে না। কিন্তু আল্লাহ তো হালাল খাবারের কথা বলেছেন।

আপনাকে একটি হাদিসের কথা স্মরণ করিয়ে দিই- আবু হুরাইরা (রা.) সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, “এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা হতে সম্পদ উপার্জন করল, হালাল হতে না হারাম হতে।”[৫৩]

হয়ত সে যুগটি এখনই। আপনার হালাল উপার্জন কম- বেশি যত হোক, তাতেই রয়েছে বরকত, তাতেই রয়েছে শান্তি। দোয়া কবুলের পূর্ব শর্ত হচ্ছে হালাল উপার্জন, হালাল খাওয়া। হারাম উপার্জনে, হারাম খেয়ে দোয়া করে দোয়া কবুল

৫১. সুরা মুমিনুন : ৫১
৫২. সুরা বাকারা : ১৭২
৫৩. সহিহ বুখারি : ২০৫৯

না হলে, আল্লাহর কাছে অভিযোগ করতে তো ভুলে যাই না। তবে কেন ভুলে যাই হালাল উপার্জন করতে? আমরা অনেক পরিশ্রম করে হালাল উপার্জন করেও অতিরিক্ত সামান্য কিছু টাকার জন্য অসৎ উপায় অবলম্বন করি, যা আমাদের হালাল খাবারের গায়েও হারামের কালিমা লাগিয়ে দেয়। ভাই, তাই নিজের হালাল উপার্জনেই সন্তুষ্ট থাকি। হালাল খাই, ভালো থাকি।'

'জ্বি ভাই বুঝতে পেরেছি। আসলে অফিসের অনেকেই এর সঙ্গে জড়িত। তাই আমিও এতে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আল্লাহ মাফ করুক। আমি এখনই সেটি ডিলিট করে দিচ্ছি। '

'আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ কবুল করুক। তবে কি ভাই বর্তমানে তরুণ প্রজন্ম টাকার পিছনে ছুটছে। কোনটি হালাল কোনটি হারাম তার যেন কোনো খোঁজ নেই। এই যে দেখেন কয়েকদিন আগে এমএলএম বা মাল্টি লেভেল মার্কেটিং এর ফাঁদে পড়ে সর্বহারা হয়েছে অসংখ্য তরুণ। এমএলএম তো সম্পূর্ণ হারাম এবং দেশের আইনেও বৈধ নয়।[৫৪]

তারপরও তরুণ প্রজন্ম সহজেই কোটিপতি হতে চায়। হালাল পন্থায় কোটিপতি হতে তো ইসলামে নিষেধ নেই। কিন্তু তরুণ প্রজন্ম কোটিপতি হতে চায় যে কোনো পন্থায়। হোক তা হারাম, তাতে কিছু যায় আসে না। এসব সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করতে হবে। দেশের মানুষকে এসব ফাঁদ থেকে রক্ষা করতে হবে। এসব দিনদিন ছড়িয়ে পড়ছে। দেশের বিরাট অংকের অর্থ এভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অতিরিক্ত অর্থ লাভের ধান্দায় ঋণ করে যখন ফাঁদে পড়ে তখন মানুষের সঙ্গে লেনদেন খারাপ হয়। হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে। পালিয়ে বেড়ায়।'

'জ্বি ভাই আমার জানাশোনা অনেকেই অনেক টাকা হারিয়েছে এই এমএলএম-এর ফাঁদে। কী যে যন্ত্রণায় আছে সে এখন।' 'আল্লাহ সবাইকে হিফাজত করুন।'

'আমিন'

আব্দুল্লাহর অফিসেই কাজ করে সুমন। মাসের আজ ৫ তারিখ। স্যালারি দিয়েছে। স্যালারি তুলে আব্দুল্লাহ যখন এটিএম বুথ থেকে বের হচ্ছিলো তখন সুমনের সাথে দেখা।

৫৪. মাল্টিলেভেল মার্কেটিং শারঈ বিধান- https://shorturl.at/gnyDG

যা অচেনাই রয়ে গেল

।এক।

‘আসসালামু আলাইকুম মা। ঈদের ছুটি পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ, আজই ইনশাআল্লাহ বাড়িতে আসবো। ইফতার একটু বাড়িয়ে তৈরি করো। আমি বাড়িতে এসে একসাথে ইফতার করবো ইনশাআল্লাহ।’

আব্দুল্লাহ গ্রাজুয়েশন সম্পূর্ণ করে চাকরিতে ঢুকেছে এই সবে মাত্র কদিন হলো। অফিস থেকে ঈদের বন্ধ পেয়েছে প্রায় ১০ দিন। ঈদের আগের ৪ দিন আর ঈদের দিনসহ পরের ৬ দিন বন্ধ আব্দুল্লাহর অফিস।

এদিকে আব্দুল্লাহর জন্য অপেক্ষা করছে তার মা, ইফতারের মুহূর্ত হয়ে এলো। ইফতারের ঠিক ১৫ মিনিট আগে বাড়িতে এসেছে আব্দুল্লাহ। ওজু করে ইফতারের সামনে বসে গেল, সাথে মা আর ছোট বোন ছিল।

‘জানো মা, সারাদিন রোজা রেখে ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করা সুন্নত। মহানবী (সা.) বলেছেন, “রোজাদারের জন্য দুইটি আনন্দঘন মুহূর্ত রয়েছে। একটি আনন্দ যখন সে ইফতার করে এবং আরেকটি আনন্দ যখন সে তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ করবে।[৬৩]

ইফতারের সময় দুআ কবুল হয় তাই এ সময় বেশি বেশি দুআ-ইস্তিগফার করতে থাকবে।[৬৪] খানিক বাদে আব্দুল্লাহ সবাইকে বললো- ‘ইফতারের সময় হয়েছে সবাই খেজুর দিয়ে ইফতার শুরু করো। খেজুর দিয়ে ইফতার করা সুন্নত।’[৬৫]

---

৬৩. সুনানে তিরমিজি : ৭৬৬; সহিহ বুখারি : ৭৪৯২; সহিহ মুসলিম : ১১৫১

৬৪. বিশেষত এই দুআ করবে- اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِيْ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِيْ
হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে তোমার সেই রহমতের উসিলায় প্রার্থনা করছি, যা সকল বস্তুতে পরিবেষ্টিত, তুমি আমাকে মাফ করে দাও।-সুনানে ইবনে মাজাহ : ১৭৫৩। সম্পাদক

৬৫. হজরত আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, ‘নবী (সা.) নামাজের আগে কয়েকটি কাঁচা খেজুর খেয়ে ইফতার করতেন। যদি কাঁচা খেজুর না থাকত, তাহলে শুকনো খেজুর দিয়ে। যদি শুকনো খেজুরও না থাকত তাহলে কয়েক ঢোক পানি দিয়ে।” (সুনানে আবু দাউদ : ২৩৫৬)
আনাস ইবনু মালিক (রা.) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আব্দুল্লাহর ছোট বোন বলে উঠলো-'ভাইয়া, এখনো তো আজান হয়নি!' 'ইফতারের সময় হলে দেরি করতে নেই। কেননা, হাদিসে সময় হওয়ার পর তাড়াতাড়ি ইফতার করার কথা এসেছে।

ইবনে সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুল (সা.) বলেন, "যতদিন মানুষ অনতিবিলম্বে ইফতার করবে, ততদিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে।"[৬৬]

আল্লাহর রাসুল (সা.) (মাগরিবের) সালাতের পূর্বেই ইফতার করতেন।[৬৭] যেহেতু ইফতারের সময় হয়ে গিয়েছে ইফতার করে নিই সবাই।'তারপর সবাই ইফতারের দোয়া পড়ে[৬৮] ইফতার সম্পূর্ণ করলো। আব্দুল্লাহ মসজিদে চলে গেল নামাজের উদ্দেশে। মাসজিদে আব্দুল্লাহর বন্ধু মাহমুদের সঙ্গে দেখা। মাহমুদ আর আব্দুল্লাহ একই গ্রামের। প্রাইমারি স্কুলে একসাথে পড়লেও হাইস্কুলে গিয়ে আলাদা ভর্তি হয়। যেহেতু একই গ্রামের তাই দুজনের চলাফেরা একসাথেই ছিল।

কুশল বিনিময় শেষে আব্দুল্লাহ মাহমুদের কাছে জানতে চাইলো-

'আমাদের মসজিদে এবার রমযানে ইতেকাফে কে কে থাকবে?'

'তোকে যে নাতি বলে ডাকে আলী আসাদ সাহেব, সে একাই বসেছে এবার।'

বলেছেন, যে ব্যক্তি (ইফতারের সময়) খেজুর পায় সে যেন তা দিয়ে ইফতার করে। আর যে ব্যক্তি তা না পায় সে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। যেহেতু পানি পবিত্র বা পবিত্রকারী। (সুনানে তিরমিজি : ৬৯৪)

৬৬. সহিহ বুখারি : ১৯৫৭; সহিহ মুসলিম : ২৪২৫

৬৭. সুনানে আবু দাউদ : ২৩৫৬

৬৮. ইফতার গ্রহণের সময় এ দুআ পড়বে-.اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, ওয়া আলা রিযকিকা আফতারতু।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্যই রোযা রেখেছিলাম এবং তোমার রিযিক দ্বারাই ইফতার করলাম। (সুনানে আবু দাউদ : ২৩৫৮)

ইফতারের পর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুআ পড়তেন- ذَهَبَ الظَّمأُ وَابْتَلَتِ الْعُرُوْقُ وَ ثَبَتَ الأَجْرُ اِنْ شَاءَ اللهُ

উচ্চারণ : 'যাহাবায যমাউ; ওয়াবতাল্লাতিল উরুকু; ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ।'

অর্থ : (ইফতারের মাধ্যমে) পিপাসা দূর হলো, শিরা-উপশিরা সিক্ত হলো এবং যদি আল্লাহ চান সাওয়াবও স্থির হলো। (সুনানে আবু দাউদ : ২৩৫৭) সম্পাদক

‘ওহ আচ্ছা আমার নানা বসেছে তাহলে এবার। আগে থেকেই দেখে আসছি নানা প্রায়ই ইতেকাফে বসে আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের নবী ﷺ তিনি প্রতি রমযানে দশ দিন ইতেকাফ করতেন। তাঁর জীবনের শেষ বছর তিনি বিশ দিন ইতেকাফ করেছেন।[৬৯] অনেককে দেখি ইতেকাফের সময় বাইরে ঘোরাঘুরি করে, যা মোটেও উচিত নয়।[৭০] কেননা আল্লাহর রাসুল ﷺ ইতেকাফ অবস্থায় প্রাকৃতিক প্রয়োজন ছাড়া মসজিদ থেকে বের হতেন না।’[৭১]

‘ইচ্ছে আছে ইনশাআল্লাহ কোনো একদিন ইতেকাফে বসার।’

‘ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কবুল করুক।’

আব্দুল্লাহ নামাজ শেষে মাহমুদের সাথে কিছু কথা বলেই ঘরে চলে এলো। বাড়িতে এসেছে তাই আব্দুল্লাহর মা আব্দুল্লাহর পছন্দের খাবার রান্না করেছে। আব্দুল্লাহ সাধারণত ইফতার করে তারাবির আগে আর কিছু খায় না। কারণ এশা এবং তারাবিহ পড়তে অসুবিধা হয়। আব্দুল্লাহ বাড়িতে এলে কিছু সময়ের জন্য ঘরে তালিম করে থাকে।

যেহেতু রমযান মাস তাই আজ রমযান নিয়ে বলছিল-‘রমযান মাসের ফজিলত অনেক। ফজিলতপূর্ণ মাসের আর মাত্র কদিন বাকি। আলহামদুলিল্লাহ এখন রমযানের শেষ দশকে আছি। রমযানের শেষ দশকের মর্যাদা খুবই বেশি, এই শেষ দশকেই আছে মর্যাদাপূর্ণ রাত লাইলাতুল কদর। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“তোমরা রমযানের শেষ দশকের বেজোড় রাতে লাইলাতুল কদরের সন্ধান কর।”[৭২]

আব্দুল্লাহর ছোট বোন সুমাইয়া বলল-

‘আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া আমি সবগুলো রোজাই রাখছি।’

---

৬৯. সহিহ বুখারি : ২০৪৪

৭০. শরিয়াসম্মত প্রয়োজন ছাড়া বিনা কারণে মসজিদের বাইরে এলে ইতিকাফকারীর ইতিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে। সম্পাদক

৭১. সহিহ বুখারি : ২০২৯ ; সহিহ মুসলিম : ২৯৭

৭২. সহিহ বুখারি : ২০১৭, সহিহ মুসলিম: ১১৬৯

‘আলহামদুলিল্লাহ। জানো রমযানে আল্লাহর রাসুল ﷺ খুব দান করতেন। দানও কিন্তু করতে হবে।’[৭৩]

‘হুম ভাইয়া, আমার জমানো কিছু টাকা আছে, সেগুলো থেকে কোনো ভিক্ষুক এলে দান করি। আচ্ছা ভাইয়া, একটা কথা, রোজা রাখা অবস্থায় দাঁত ব্রাশ করা যাবে?’[৭৪]

‘হাদিসে এসেছে আল্লাহর রাসুল ﷺ রোজা অবস্থায় মিসওয়াকও করেছেন।[৭৫] কদিন আগে যে মিসওয়াক এনে দিয়েছিলাম তুমি মিসওয়াক ব্যবহার করতে পারো। তাহলে একটি সুন্নাহ পালন করা হয়ে যাবে।’

।দুই।

আজ শুক্রবার, রমযানের শেষ জুম্মা আজ। আব্দুল্লাহ জুম্মার নামাজের জন্য প্রস্তুত হয়ে মাহমুদের বাড়িতে চলে গেল, একসাথে মাহমুদকেও জুম্মায় নিয়ে যাবে বলে। গিয়ে দেখে মাহমুদ শুয়ে আছে।

‘আসসালামু আলাইকুম, মাহমুদ এখনও তৈরি না তুই! আজ রমযানের শেষ জুম্মা, হুজুরের আলোচনা শুনতে তাড়াতাড়ি এলাম আর তুই এখনও শুয়েই আছিস।’

‘শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগছে। তুই যা, আমি একটু পরে আসছি। কিছুটা ঘুমিয়ে নিই।’

‘নামাজের প্রাক্কালে ঘুম দিয়ে শয়তান চাচ্ছে যেন জুম্মা কোনোরকম ছুটানো যায়। আল্লাহর রাসুল ﷺ জুম্মার নামাজ না ছাড়ার জন্য লোকদের খুব সর্তক করতেন।[৭৬] তাছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন-

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

৭৩. সহিহ বুখারি: ৬

৭৪. রোজা রাখা অবস্থায় পেস্ট বা মাজন দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা মাকরুহ। পেস্টের স্বাদের পাশাপাশি যদি এর কোনো অংশ গলার নীচে চলে যায় তাহলে রোজা ভেঙ্গে যাবে। তাই রোজা অবস্থায় এর থেকে বিরত থাকা উচিত। ব্রাশ একান্ত করতে চাইলে সেহরির সময় বা ইফতারের পর করে নিবে। সম্পাদক

৭৫. সুনানে আবু দাউদ : ২৩৬২

৭৬. সহিহ মুসলিম : ৮৬৫

সতর্কবার্তার সর্তকতা

।এক।

পড়ন্ত দুপুরের সূর্য খানিকটা গা এলিয়ে দিলো বিকালের গায়ে।

স্কুল মাঠের এক কোনে গিয়ে বসলো আব্দুল্লাহ। খানিক বাদে রাজিবও সেখানে হাজির। রাজিব আর আব্দুল্লাহ বেশ ভালো বন্ধু। দুজন গল্প করছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বিতর্ক প্রতিযোগিতায় দল সাজানো নিয়ে। আব্দুল্লাহ স্কুলে বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন ছিল এবং কলেজেও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পেয়েছে। দুজনের কথার মাঝেই রাজিবের ফোনে কল এলো।

'দোস্ত একটু আসতেছি একটা ইম্পর্টেন্ট কল আসছে।'

'এখানে বসেই কথা বল, কী এমন ইম্পর্টেন্ট কল যে উঠে যেতে হবে?'

'না মানে তোর ভাবি কল দিয়েছে'

'আমার ভাবি তোকে কল দিতে যাবে কেন?'

'আরে তোর ভাবি মানে আমার উনি।'

'তুই বিয়ে করলি কবে? যে আমাদের ভাবিও আছে।'

'ক্যাচাল করিস না তো, আমি কথা বলে আসতেছি ।'

রাজিব একটা মেয়েকে পছন্দ করে, তার সাথেই ফোনে কথা বলে। তার এই সম্পর্কের কথা আব্দুল্লাহ জানতো না। যখন রাজিব বলেছিল "তোর ভাবি কল দিয়েছে" তখনই আব্দুল্লাহ বুঝেছিল রাজিব হারাম রিলেশনে জড়িয়ে গেছে।

কথা শেষে রাজিব ফিরে আব্দুল্লাহকে বলল-

'দোস্ত তুই কী মনে করিস সেজন্য তোকে বলা হয়নি। আমি একটা মেয়েকে পছন্দ করি। মেয়েটা খুবই ভালো, ধার্মিক। ও এখন খোঁজ নিলো আসর নামাজ পড়েছি কিনা।'

'বেশ তো! ধার্মিক যেহেতু তাহলে তোর পরিবারে বিয়ের কথা বল।'

‘পাগল নাকি? সবে মাত্র কলেজে পড়ি, কোনো কাজও করি না। বাবার টাকায় চলি আর এখন বলবো বিয়ের কথা?‘

‘কিছু করিস না কিন্তু যিনা তো ঠিকই করছিস।‘

‘কী! তুই আমাকে এমনটাই চিনলি? আমি যিনা করছি? ওর সাথে আমার ঠিকমতো দেখাও হয় না।‘

‘তুই কি ভাবছিস শারীরিক সম্পর্ক করলেই যিনা হয়? না! শোন তাহলে হাদিসে এসেছে- চোখের যিনা তাকানো, কানের যিনা শোনা, মুখের যিনা কথা বলা, হাতের যিনা স্পর্শ করা আর পায়ের যিনা ব্যভিচারের উদ্দেশে অগ্রসর হওয়া এবং মনের যিনা হলো চাওয়া ও প্রত্যাশা করা।[১৭০] আর লজ্জাস্থান তা সত্য বা মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে।[১৭১]

‘এজন্যই তোর সাথে এসব বলতে চাই না। জ্ঞান দিতে আসিস যত্তসব!

এই বলে রাজিব সেখান থেকে উঠে গেল। আব্দুল্লাহ মনে মনে ভাবছে- আজকাল মানুষ যিনাকে যিনা মনে করে না। মাহরাম, গাইরে মাহরাম মানতে চায় না। গাইরে মাহরাম মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করা, জাস্ট একটু কথা বলা, মাঝে মাঝে দেখা করা, হারাম রিলেশনে জড়িয়ে পড়া এটা নেহাত সাধারণ একটি বিষয় মনে করা হচ্ছে। অবশ্য এর জন্য মোটাদাগে ভূমিকা পালন করে নাটক, সিনেমাগুলো। সেখানে যিনাকে দেখানো হচ্ছে কাছে আসার সাহসী গল্প হিসাবে। শয়তান অবশ্য এদিকটায় সফল বলা চলে। দ্বীনদার মানুষের সাথে আবার সে নেক সুরতে ধোঁকা দেয়।

এই ভাবতে ভাবতে মসজিদের মিনার থেকে ভেসে এলো মুয়াজ্জিনের সুরেলা কণ্ঠে - حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

(হাইয়া আলাল ফালাহ) সাফল্যের জন্য এসো।

সব ভাবনা ছুড়ে ফেলে খুশিমনে সাফল্যের খোঁজে আব্দুল্লাহ মসজিদে চলে গেল।

---

১৭০. তাকানো যিনা, এর অর্থ হচ্ছে হারাম দৃষ্টি দেওয়া। যেমন বেগানা নারীকে প্রয়োজন ও শরয়ি ওজর ছাড়া দেখা। কথা বলা যিনা, এর অর্থ হচ্ছে যে সকল কথা বলে কুপ্রবৃত্তি মজা পায় সে সব কথা বলা। বাকি অঙ্গগুলোর ব্যাখ্যা একই। চাওয়া ও প্রত্যাশা করা যিনা, এর অর্থ হচ্ছে মনে মনে হারাম কাজের চিন্তা করা এবং ভেবে ভেবে আনন্দ ও মজা নেওয়া। সম্পাদক

১৭১. সহিহ বুখারি : ৬২৪৩; সহিহ মুসলিম : ২৬৫৭

।দুই।

আসর নামাজের সময় আব্দুল্লাহ মোবাইল সাইলেন্ট করে মসজিদে প্রবেশ করে। নামাজ শেষে বের হয়ে মোবাইল হাতে নিতেই দেখে রাজিবের অনেকগুলো কল!

সাথে সাথেই রাজিবকে কল ব্যাক করে আব্দুল্লাহ।

'আসসালামু আলাইকুম, রাজিব, অনেকগুলো কল দেখলাম, কোনো বিশেষ প্রয়োজন? '

'হ্যাঁ সেই কখন থেকে কল করে যাচ্ছি, এখন তোর সময় হলো! কোথায় তুই? '

'মসজিদে ছিলাম আর মোবাইল সাইলেন্ট করা সেজন্য খেয়াল করিনি কল।'

'শোন তুই একটু স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলে আয়, ছোটভাই রাকিব আব্দুর রহমান চাচার খামারের পাশেই ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বিদ্যুতের শক খেয়েছে, হাত অনেকটা পুড়ে গিয়েছে। সেজন্য স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে আসছি।'

'ইন্না-লিল্লাহ! আচ্ছা আমি আসতেছি।'

এই কথা শোনামাত্রই আব্দুল্লাহ দ্রুত স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চলে গেল। আব্দুর রহমান একজন ব্যবসায়ী। বাড়ির পাশে একটি মুরগির খামার দিয়েছেন। প্রায়ই সেখান থেকে মুরগি চুরি হতো কিংবা শিয়াল বা অন্যকিছু মুরগি নিয়ে যেতো। ফলে- সে চারপাশে কাটাতার দিয়ে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ করে দিয়েছেন, যেন শিয়াল বা অন্যকিছু না আসতে পারে। মানুষ যেন সতর্ক থাকে সেজন্য একটি বোর্ডে লিখে দিয়েছে- "চারপাশে কাটাতারে বিদ্যুৎ সংযোগ! সুতরাং খামারের কাছেও কেউ আসবেন না। অন্যথায় কেউ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।"

রাজিবের ছোটভাই রাকিব। আব্দুর রহমান সাহেবের খামারের পাশেই একটি খেলার মাঠ রয়েছে, সেখানে ক্রিকেট খেলছিল রাকিব ও তার বন্ধুরা। একপর্যায়ে বল খামারের ভিতরে চলে যায়, রাকিব আব্দুর রহমান সাহেবের কাছে না বলে, মেইন গেইট দিয়ে না গিয়ে এক পাশ দিয়ে ডিঙ্গিয়ে বল আনার চেষ্টা করছিল, ঠিক তখনই কাটাতারে হাত লাগে এবং শক খায়।

‘কী অবস্থা এখন রাকিবের? '

রাজিবের কাছে জানতে চাইলো আব্দুল্লাহ।

‘হাত কিছুটা পুড়ে গিয়েছে ডাক্তার ঔষধ দিয়েছেন, এখন বাড়িতে নিয়ে যেতে পারবো।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে সাবধানে আমরা বাড়িতে নিয়ে যাই।'

রাকিবকে বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হলো, বাড়িতে যেতেই রাজিবের মা কান্নায় ভেঙে পড়লো এবং বলছিল-

'তুই সেখানে খেলতে গেলি কেন? আব্দুর রহমান মিয়া তো খামারের কাটাতারে বিদ্যুৎ দিয়ে রাখে জানিস না তুই? একবারও কি লেখাটাও চোখে দেখিসনি? আজ বড় ধরনের কিছু হয়ে গেলে কী হতো তোর?'

রাজিব তার মাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলো। এদিকে মাগরিবের আজান পড়ে যাওয়ায় আব্দুল্লাহ রাজিবকে বলল-

'আজান হয়ে গেছে। চল আমরা নামাজ পড়ে আসি, আন্টিকেও বল নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করতে।'

দুজন নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হলো। আব্দুল্লাহ তখন বলছিল রাজিবকে-

‘আচ্ছা রাকিব কি আব্দুর রহমান চাচার খামারে বিদ্যুৎ সংযোগের কথা জানে না? তাছাড়া তিনি সতর্কতার জন্য তো বোর্ডে লিখেও রেখেছেন- চারপাশে কাটাতারে বিদ্যুৎ সংযোগ! সুতরাং খামারের কাছেও কেউ আসবেন না। অন্যথায় কেউ বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হলে কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়। এখানে আব্দুর রহমান চাচারও কোনো দোষ দেওয়া যাবে না। কেননা, তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ, রাকিব বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে নাকি চাচাকে না জানিয়ে মেইন গেইট রেখে ডিঙ্গিয়ে বলটি আনতে যাচ্ছিলো। পাগল নাকি সে! অন্তত সে লেখাটির দিকে তো খেয়াল করবে নাকি। সতর্ক করা লেখাটি না দেখে সেখানে গিয়েছে আর আজ এই অবস্থা।'

'থাক মন খারাপ করিস না। অবশ্য তুইও এর থেকে কম যাস না।'

‘মানে! আমি কম যাই না মানে কি বলতে চাচ্ছিস? '

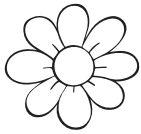

আলোক রশ্মি

।এক।

'এত স্টাইল করার কী দরকার? চুল না দেখিয়ে অন্তত হিজাবটা তো পড়তে পারিস।'

সাদিয়াকে অকপটেই কথাটা বলে দিলো সুমাইয়া।

'আমি তো অন্যকারো টাকায় স্টাইল করি না, আমার বাবার টাকায় আমার স্টাইল। সুতরাং এটা নিয়ে অন্যকেউ না ভাবলেও হবে।'

একটু শক্ত কণ্ঠেই সাদিয়ার জবাব।

সুমাইয়া এবং সাদিয়া দুজনই দ্বাদশ শ্রেণিতে বিজ্ঞান বিভাগে পড়ে। সুমাইয়ার বান্ধবী ছিল সাদিয়া। দুজনই বেশ মেধাবী ছাত্রী। সুমাইয়া ক্লাসে নিকাব পড়ে এলেও সাদিয়া কখনো কখনো হিজাব পড়তো আবার কখনো বা চুল ছেড়েই কলেজে আসতো। সাদিয়া ক্লাসে ছেলেদের সাথে কথা বললেও সুমাইয়া ছেলেদের থেকে দূরে থাকতো সবসময়।

প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পরিবারে বেড়ে উঠা সুমাইয়া। অন্যদিকে সাদিয়া বড়লোক বাবার একমাত্র মেয়ে। যেহেতু সাদিয়ার বাবার টাকা আছে তাই সে যেভাবে ইচ্ছে সেভাবে ফ্যাশন করে। পরিবার থেকেও নেই কোনো বাধা।

'স্টাইলিশ বোরকা দিয়ে পর্দা হয় নাকি শুধু ফ্যাশান হয়? না, মানে গতকাল আব্বুর মোবাইল দিয়ে ফেসবুকে তোর আইডিতে গিয়ে দেখলাম, স্টাইলিশ বোরকার ছবি।'

'তোদের জন্য এখন আবার বোরকা পড়লেও সমস্যা। আবার না পড়লেও পর্দা করি না, কত কী বলিস।'

'বেশ কয়েকদিন আগে একটি হাদিস পড়েছিলাম। যেখানে রাসুল ﷺ বলেছেন, "এক দল নারী এমন, যারা পোশাক পরিধান করেও উলঙ্গ থাকে। তারা অন্যদের নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে, নিজেরাও অন্যদের প্রতি ঝুঁকবে। তাদের মাথা উটের পিঠের কুঁজের মতো হবে। তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[১৮১]

১৮১. সহিহ মুসলিম : ২১২৮

তুই বোরকা পড়েছিস ঠিকই কিন্তু সেটি স্টাইলিশ হওয়ায় অন্য ছেলেরা এটার প্রতি আকৃষ্ট হয়। এদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন জান্নাতে প্রবেশ করবে না, এমনকি জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। আজকাল পর্দার নামে ফ্যাশন শুরু হয়েছে। কত স্টাইলিশ বোরকা বের হয়েছে, কত স্টাইলিশ হিজাব বের হয়েছে। এটা নিশ্চয়ই শয়তানের একটা ধোঁকা।'

'হইছে হইছে আর জ্ঞান দিতে আসিস না। যা নিজের চরকায় তেল দে।'

মাঝে মাঝে সাদিয়ার এরকম আচরণ সুমাইয়ার খুবই খারাপ লাগে। আবার নিজের বান্ধবীকে এভাবে ভুল পথে ছেড়ে দিতেও চায় না সুমাইয়া। সেজন্যই মাঝে মাঝে নানা পরামর্শ দিয়ে থাকে।

দুইদিন হলো সাদিয়া কলেজে আসছে না। অবশ্য কেন আসে না তা সাদিয়ার ফেসবুক আইডিতে ঢুকলেই বোঝা যায়। সুমাইয়ার নিজের মোবাইল ফোন নেই। মাঝে মাঝে প্রয়োজনে বাবার মোবাইল দিয়ে বান্ধবীদের সাথে যোগাযোগ করে। বাবার ফেসবুক থেকেই বান্ধবী সাদিয়ার আইডির পোস্ট দেখে।

সাদিয়ার কাজিনের বিয়ে, বউভাত ইত্যাদি অনুষ্ঠানের জন্য কলেজে আসা হচ্ছে না। কাজিনের সাথে ছবি তুলে ফেসবুকে আপলোড করতে বিন্দুমাত্র ভুলেনি। শুধু কাজিনের সাথেই না, গ্রুপ ফটো আছে কাজিনের ফ্রেন্ডদের সাথেও। যথারীতি স্টাইলিশ সাদিয়া সেখানেও স্টাইল করে যেতে ভুল করেনি। চুলের যেন বাহারি স্টাইল। মেকআপের জন্য চিনতে বেশ কষ্ট হচ্ছে যে, এটাই সাদিয়া !

পরদিন কলেজে দেখা মিলে সাদিয়ার।

সুমাইয়ার প্রশ্ন- 'দুইদিন কলেজে এলি না যে?'

'তোকে তো বলতে ভুলে গেছি, আমার কাজিনের বিয়ে ছিল সেজন্য আসা হয়নি।'

'হুম ফেসবুকে তোর পোস্ট দেখেই বুঝতে পেরেছি।'

'তাহলে আবার জিজ্ঞেস করার কী আছে?'

'যেভাবে মেকআপ করেছিস, তোর আইডির পোস্ট না দেখলে হয়ত চিনতেই পারতাম না যে, এটা তুই। এত মেকআপ করে মানুষ?'